যমুনা মুর্মু-র সামনে এখন ভবিষ্যত

কয়েক বছর আগেও যমুনার বাবা অর্জুনের কাছে যা ছিল দিবাস্বপ্ন, আজ তাকে বাস্তবের মুখে দাঁড় করাতে পেরেছে সে। পেশায় ওরা কুম্ভকার। চার পুরুষের কারিগর ওরা। দারিদ্র্য আর হতাশা ছিল ওদের নিত্য সাথী। আড়তদারের দাদন আর চিরাচরিত অশিক্ষা ওদের ঠেলে দিচ্ছিল অন্ধকারের অতল গহ্বরে। পড়াশুনা শিখে ভবিষ্যতকে সুন্দর করার কথা ভাবা ছিল ওদের কাছে পাপ।

এই অবস্থা থেকে আজ ওরা মুক্তির পথে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনমুখী কার্যক্রমের আওতায় এসে অর্জুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে, দেখতে শুরু করেছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর কার্যক্রমের ফলে অর্জুন তার কর্মশালাকে করতে পেরেছে আরো কর্মক্ষম, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রপ্ত করেছে নতুন কৌশল, মূলধনের জন্য আর মহাজনের মুখ চেয়ে থাকতে হচ্ছে না, সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরাসরি বিক্রি করতে পারছে ওর সামগ্রী—লাভের টাকা ঘরে তুলতে পারছে অনায়াসে। ওদের গ্রামে তৈরী হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ওর মেয়ে যমুনাকে ভর্তি কি রয়েছে সেখানে, যমুনাকে ঘিরে অর্জুনের অনেক আশা। আজ অর্জুনের মতো হাজার হাজার পিছিয়ে থাকা মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Regd. No. RN/37318/81 MARXBADI PATH August, 2004, Vol. 24. No.1
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-069/2004-06

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঋণ প্রদানে সেরা পশ্চিমবঙ্গ

সারা ভারতবর্ষে ২৭টি রাজ্যে ৩৩টি সংস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মুসলিম/খ্রীষ্টান/বৌদ্ধ/শিখ/পার্সী) মধ্যে স্বনিযুক্তির জন্য ঋণ দেওয়ার কাজ করে থাকেন। ২০০২-২০০৩ সালে সব রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের ঋণ দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ঋণের পরিমাণ ১৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ঋণ প্রাপকের সংখ্যা ৫৬৮৭ জন। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় পলিটেকনিকগুলির মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ঐ বছরে প্রশিক্ষিতের সংখ্যা ৯০৭। প্রশিক্ষণের পর অনেকে নিজস্ব ব্যবসাও শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বেকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে মোট ঋণ দানের পরিমাণ ৭৪ কোটি টাকা এবং উপকৃতের সংখ্যা ২১২৫৯।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Rs. Ten Only

Editor : ANIL BISWAS
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Kolkata-700016